যুগান্তর

বৃহস্পতিবার, ২৮ ফাল্গুন ১৪১৫
Thursday, 12 March 2009

ট্রানজিট হোক বহুপাক্ষিক

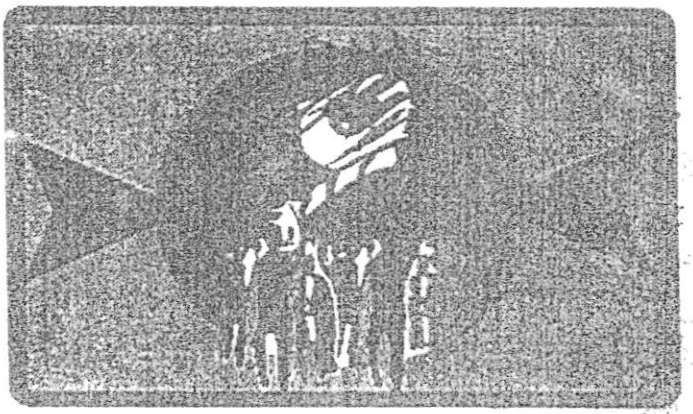

ভারতের পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মোট সাতটি অঙ্গরাজ্য রয়েছে— ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর, আসাম ও অরুণাচল। এ অঙ্গরাজ্যগুলোকে ভারতের সাত কন্যা বলা হয়। এই সাত অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে ভারতের স্থলভাগের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম শুধু নেপাল ও ভুটান সংলগ্ন ভারতের সংকীর্ণ স্থলভাগ। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাত অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে ভারতের স্থলপথের সরাসরি যোগাযোগ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ভারতের যোগাযোগের জন্য এক বা একাধিক ট্রানজিট কিংবা ভারতের যানবাহন এবং জনগণের যোগাযোগের জন্য চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়ে ভারতের ট্রানজিট গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা ভারতবাসী ও বাংলাদেশী সবাই জানে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা অর্জনসাপেক্ষে নেপাল-বাংলাদেশ ১২ মাইল বা ১৯ কিলোমিটার এবং ভুটান-বাংলাদেশ ১০০ মাইল বা ১৬১ কিলোমিটার ট্রানজিট আমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। অর্থাৎ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের জন্য এই ট্রানজিট দুটি আঞ্চলিকভাবে খুবই সম্ভাবনাময়। অর্থাৎ দেয়া-নেয়ার নীতি হিসেবে ট্রানজিট অবশ্যই সম্ভব।

বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণে ভারত-টু-ভারত ভায়া বাংলাদেশ ট্রানজিটটি ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য নেপাল-বাংলাদেশ ও ভুটান-বাংলাদেশ ভায়া ভারত ট্রানজিট সৃষ্টি ও গুরুত্বপূর্ণ। উপরিউক্ত ট্রানজিটগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল— এ চারটি দেশের মধ্যে গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে উপরিউক্ত ট্রানজিট ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেক দেশই কম-বেশি উপকৃত হবে।

যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং যুক্তিসিদ্ধ সমাধানে এই চার দেশের সম্মিলিত বৈঠক ছাড়া ট্রানজিট ও উন্নয়নের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। আরও ভালো হয়, দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা যদি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়টিকে সার্ক সম্মেলনের এজেন্ডায় রূপান্তরিত করতে পারি।

ড. এম আজিজুর রহমান
ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা